যায়যায়দিন

তারিখ : 01 FEB 20

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

# দিনাজপুরের নাজিমউদ্দিন লাইব্রেরি

বাংলাদেশের প্রাচীন তিনটি লাইব্রেরির মধ্যে দিনাজপুরের খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরি অন্যতম। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বর্তমানে এর দুঃসময় যাচ্ছে। ইসলামের কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধারণা দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন ও জেলার শিক্ষিত সমাজের জন্য একটি মানসম্মত লাইব্রেরির অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ হেমায়েত আলী নামে এক শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় ১৯৩১ সালে দিনাজপুর শহরের লালবাগ এলাকায় 'মুসলিম মঙ্গল পাঠাগার' নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের দিনাজপুর সফরকে কেন্দ্র করে লাইব্রেরিটির নামকরণ খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরি করা হয়। প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে নাজিমউদ্দিন হল ও লাইব্রেরি কতোগুলো অঙ্গ সংগঠন নিয়ে বিশাল এক কালচারাল কমপ্লেক্সে পরিণত হয়। সে সময় দিনাজপুর অঞ্চলের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড খাজাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো। নওরোজ সাহিত্য মজলিশ, নওরোজ আর্ট প্রেস, নওরোজ পত্রিকা ও দিনাজপুর মিউজিয়াম ছিল খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম হলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফারসি ভাষার প্রায় ৩৯ হাজার ৬৬৪টি বইয়ের সমারোহ রয়েছে খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরিতে। এছাড়া রয়েছে সরকারি প্রকাশনা এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন। রয়েছে শত শত বছরের পুরনো পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ। হায়াৎ মামুদের তালপাতায় লেখা জঙ্গনামা কাব্যের পাণ্ডুলিপি নাজিমউদ্দিন হলে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরিতে রয়েছে বৃটিশ আমলের বাংলা ভাষায় লেখা বহু জমির দলিল। তুলট কাগজের একটি প্যাচানো দলিল এখানে সংরক্ষিত রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৩০ হাত। ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরি পরিচালিত হয়। পদাধিকারবলে জেলা প্রশাসক লাইব্রেরিটির সভাপতি। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বর্তমানে রয়েছেন অ্যাডভোকেট সরদার মোশাররফ হোসেন। প্রতি তিন বছর অন্তর নির্বাচন হয়। বর্তমানে এখানে আটজন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। লাইব্রেরিটিতে ল্যান্ডিং সিস্টেম চালু রয়েছে। গ্রীষ্মকালে বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা এবং শীতকালে বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরিটি খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ। প্রতিদিন নয়টি জাতীয় পত্রিকা ও তিনটি স্থানীয় পত্রিকা নেয়া হয়। দৈনিক প্রায় ৬০ জন পাঠক এখানে আসেন।

□ মমিনুল ইসলাম দিনাজপুর

# পাবনার অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি

শত বছরের পুরনো বই আর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বই, পত্রিকা, গবেষণাপত্র ইত্যাদির অসামান্য সংগ্রহে ভরপুর পাবনা অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি। ১১৭ বছরের ঐতিহ্যে লালিত এ লাইব্রেরিটি জ্ঞানপিপাসুদের সময় কাটানোর পাশাপাশি পরিণত হয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা, গবেষকদের তথ্য সংগ্রহ আর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে।

পাবনা শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া ইছামতি নদীর তীরে ১৩ শতাংশ জমির ওপর ১৮৯০ সালের তৎকালীন তাতীবন্দের জমিদার গঙ্গা গোবিন্দ চৌধুরীর তৃতীয় ছেলে. বরদা গোবিন্দ চৌধুরীর দত্তক পুত্র অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী নিজ নামে এ লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন পাবনা জেলার রোকনপুর পরগনার জমিদার বংশের সাহিত্য অনুরাগীদের দান করা বই দিয়ে শুরু হয় লাইব্রেরিটির প্রাথমিক কার্যক্রম।

এ জি পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বই ও পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি আছে বেশ কিছু দুর্লভ সংগ্রহ। যার মধ্যে রয়েছে সাড়ে ৩০০ বছরের পুরনো তালপাতার পাণ্ডুলিপি, প্রায় একই সময়ের উড়িয়া ভাষার পাণ্ডুলিপি, দুই থেকে আড়াইশ বছরের পুরনো হাতের লেখা দলিলসহ আরো অসংখ্য দুর্লভ সংগ্রহ। বর্তমানে এ লাইব্রেরিটিতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবি-লেখক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালে প্রথিতযশা কবি-লেখকদের সাহিত্যকর্ম সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে লাইব্রেরিটিতে প্রায় ২৩ হাজার বই রয়েছে।

□ আহমেদ উল হক রানা পাবনা



# মাতৃভাষা পাবলিক লাইব্রেরি

ঝিনাইদহের মহেশপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম কাজুহদা। একটি
বাড়ির আঙিনায় সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'অন্ধকা
আলোকিত করি'। তারপর বড় অক্ষরে লেখা মাতৃভা
পাবলিক লাইব্রেরি। টিন আর বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈ
করা হয়েছে একটি ছাপরা ঘর। এ ঘরেই যুবক টুটুল শু
করেছেন অন্ধকার দূর করার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
২০০১ সালে বিএ পাস করে টিউশনি করে সম
কাটছিল। ইচ্ছা থাকলেও এখানে পড়াশোনার কোনে
সুযোগ ছিল না। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটি
লাইব্রেরি গড়ে তোলার আইডিয়া তার মাথায় এলো
টুটুল কয়েকটি টেবিল, চেয়ার, আলমিরা যোগা
করলেন। রোজগারের একটি অংশ সংসার খরচের জন
ব্যয় করে বাকিটা দিয়ে বই কেনা শুরু করলেন তিনি
এভাবেই গড়ে উঠলো একটা চমৎকার লাইব্রেরি।

□ শেখ সেলিম ঝিনাইদ